লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

# মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

নীলুফার বেগম *
আবদুল্লাহ এম. খান **

## সংজ্ঞায়ন ও প্রসঙ্গ কথা ঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতি

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরে এই প্রসঙ্গটির দার্শনিক গুরুত্ব অতীতের চেয়ে অনেক বেড়েছে বিধায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা 'বাজার অর্থনীতি' শব্দটি চারদিকে এখন হামেশাই আলোচিত হচ্ছে। "Macmillan Dictionary of Economics" এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'বাজার অর্থনীতি' তথা মুক্ত বাজার অর্থনীতি হচ্ছে ঃ

"An economic system in which decisions about the allocation of resources and production are made on the basis of prices generated by volunatary exchanges between producers, consumers, workers and owners of factors of production. Decision making in such an economy is decentralized i.e. decisions are made independently by groups and inviduals in the economy, rather than by Central planners."[১]

অর্থাৎ "এটা হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সম্পদের বন্টন এবং উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় মূল্য বা দামের ভিত্তিতে, যা কিনা পক্ষান্তরে নির্ধারিত হয় ভোক্তা, শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের স্বত্ত্বাধিকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত মিথস্ক্রিয়ার ফলে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১ "Macmillan Dictionary of Modern Economics" edited by David W. pearce. The Macmillan press Ltd. 1985. p. 273 (Market Economy).

* এম. ডি. এস., বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

** সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তসমূহ প্রণীত হয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারীদের পরিবর্তে অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে কর্মরত গোষ্ঠীসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক।"

"McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics" এর মতে বাজার অর্থনীতি হলো" Mode of economic organization in which the forces of supply and demand are relied upon to solve the problems of the selection of which goods to produce the method of producing them and the presons who will receive them once they have been produced."[২]

অর্থাৎ "এটি হলো অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন এক অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতে কি কি দ্রব্য ও সেবা কি কি পদ্ধতিতে কার কার ভোগের জন্য উৎপাদিত হবে সে সব প্রশ্নের মীমাংসার ভার বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা দুটো থেকে একথা সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি হলো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপরীত একটি প্রত্যয় যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার শক্তি তথা চাহিদা ও সরবরাহের নেতৃত্বকে প্রচার করে থাকে। উল্লেখ্য, মুক্তবাজার অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নামেও প্রায়শ অভিহিত করা হয়।

**আমলাতন্ত্র; সংজ্ঞা ও উৎপত্তিগত কারণ অনুসন্ধান**

আর আমলাতন্ত্র বা Bureaucracy সম্বন্ধে 'Oxford Reference Dictionary' এর ভাষ্য হলোঃ "Government by the officials of a central administration rather than by elected representative"[৩] অর্থাৎ, আমলাতন্ত্র হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি সরকার, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নয় বরং সরকারী স্থায়ী কর্মচারীদের প্রাধান্য থাকে। Chambers Dictionary প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী আমলাতন্ত্র হ'লোঃ "Any system of administrtion in which matters are hindered by excessive adherence to minor rules and procedures..."[৪] অর্থাৎ এটি হলো এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেখানে তুচ্ছ নিয়মকানুন এবং পদ্ধতির প্রতি অত্যধিক

---

২ The concise McGraw-Hill Dicitionary of Modern Economics. by Douglas Greenwald. McGraw-Hill. Inc. 1984. P. 216 (Market-Directed Economy).

৩ The Oxford reference Dictionary. edited by Joyce M. Hawkins. Oxford University Press. 1986 p. 716.

৪ The Chambers Dictionary. edited by Catherine Schwarz. Chambers Harrap Publishers Ltd. 1996 (Reprinted in India) p. 223.

গুরুত্ব আরোপিত হবার কারণে কর্মসম্পাদন ব্যাহত হয়।" আমলাতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর সমালোচনা চালু থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়টির প্রকৃত অর্থের সাথে প্রয়োগিক অর্থের বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

Encyclopaedia Britainicaতে বলা হয়েছে, আমলাতন্ত্র হলো ঃ "a professional corps of officials organized in a pyramidal hierarchy and functioning under impersional, uniform rules and procedures"[৫] অর্থাৎ এটা হলো একদল পেশাদার কর্মচারীর একটি সংস্থা যার স্তর বিন্যাস পিরামিড আকৃতির এবং যা নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং সমজাতীয় বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়।" আমলাতন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক সংজ্ঞা অনেক রয়েছে। যেমন Blau এবং Mayer বলেন ঃ "বৃহদায়তন সংগঠনের বিভিন্ন একক ব্যক্তির ওপরে অর্পিত প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহকে একটি সুবিন্যস্ত, সমন্বিত পন্থায় সম্পাদনের জন্য সৃষ্ট সাংগঠনিক রীতিই হলো আমলাতন্ত্র।"৬ আমলাতন্ত্র সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার প্রথম এবং প্রধানতম প্রবক্তা অবশ্যই ম্যাক্স ওয়েবার। এই বিদগ্ধ জার্মান চিন্তাবিদ আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর 'Essays in Sociology' এবং 'Theory of Social and Economic Organization, শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

একটি পদ্ধতি হিসেবে আমলাতন্ত্রের প্রায়োগিক গুরুত্বের উপলব্ধি থেকে ম্যাক্স ওয়েবার এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও পদমর্যাদা নির্ধারক নীতিমালা নির্ধারণ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি। একজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আমলাতন্ত্রের উৎপত্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকারণ সম্পর্কেও সম্যক সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে আমলাতন্ত্রের আধুনিক কাঠামোর উৎপত্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ হচ্ছে ঃ

**১. মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ**

প্রাচীনকালে অমুদ্রায়িত তথা দ্রব্য বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতিতে আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশের সাথে সাথেই আমলাতন্ত্রের পরিধি প্রসারিত হয়েছে।

**২. প্রশাসনিক কাজকর্মের পরিসর বৃদ্ধি**

রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও আকৃতি তথা প্রশাসনিক কাজকর্মের পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির বিষয়টি রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্মকান্ডের গুণগত ও পরিমাণগত এই উভয়বিধ পরিসীমা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

**৩. সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের প্রভাব**

সারা বিশ্বের অব্যাহত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের কর্মক্ষেত্রও ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের পাশাপাশি এখন আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্রেরও উদ্ভব হয়েছে।

---

৫ Encyclopaedia Britanica. Vol 2. 1985. P. 642

৬ Blau and Mayer. P. 23

### ৪. আমলাতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের কারিগরী সুবিধা

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন অন্য যে কোন সংগঠনের তুলনায় শ্রেয়তর। তিনি বলেন, "প্রকৃত পক্ষে কাজের গতি, অনিশ্চয়তা পরিহার, দলিল পত্রাদি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান, ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিচক্ষণতা, কাজের মধ্যকার সংগতিরক্ষা, অধঃস্তনিক শৃংখলারক্ষা এবং দ্বন্দ্ব পরিহার করা প্রভৃতি দিকের বিবেচনায় আমলাতন্ত্র হচ্ছে প্রশাসন ব্যবস্থার একটি সম্মানজনক ও পেশাবৃত্তিক পদ্ধতি।"[৭]

এই উদ্ধৃতিতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কেবল যে সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন নয়। এগুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, আমলাতন্ত্র হচ্ছে অত্যন্ত নিয়ম ও প্রথানিষ্ঠ, সুনির্দিষ্ট স্তরভিত্তিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহী অথচ বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন অনমনীয়ভাবে প্রয়োগে অভ্যস্ত একটি কর্মী সংগঠন।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, রাজশক্তি বা শাসকশক্তি স্বীয় শাসনকে নিরঙ্কুশ এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য একদল স্থায়ী রাজকর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাই আমলাতন্ত্র বলতে সচরাচর সরকারী স্থায়ী কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন যন্ত্রকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এই নিবন্ধেও বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র বলতে দেশের সরকারী কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন যন্ত্রকেই বোঝানো হয়েছে।

## মুক্ত বাজার, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতি

মুক্ত বাজার অর্থনীতি হলো ধ্রুপদী অর্থে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এ্যাডাম স্মীথ, ডেভিড রিকার্ডো থেকে শুরু করে এমনকি কেইনসীয় ঘরাণার (Keynesian school of thought) ব্যক্তিবৃন্দ পর্যন্ত অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের আরাধ্য অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথা হলো 'Laissez-Faire' অবাধ স্বাধীনতা। এই দর্শনের অপর অভিব্যক্তি হলো 'Survival of the fittest'যোগ্যতমের শ্রেষ্টত্ব। এই ধ্রুপদী বাজারবাদী অর্থনীতিবিদগণ বলতে চান-"শত ফুল ফুটতে দাও, যেটা যদ্দিন টিকে থাকার-থাকবে; সময় এলে ঝরে যাবে।" বাজার অর্থনীতি উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। তাই এই অর্থনৈতিক দর্শনের বিপরীত দর্শন হলো ধ্রুপদী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অপর এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থনীতি। এই অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। সত্যিকথা বলতে কি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের একদা 'সমাজতান্ত্রিক' নামে পরিচিত দেশসমূহের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পরে একথা এখন জোর দিয়েই বলা

---

৭ A. H. Handerson and Talcot Parsons. (Translated). Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization London. 1964. P. 204-216.

যায় যে, আজকের পৃথিবীতে কোন দেশেই নিরঙ্কুশভাবে বাজার অর্থনীতি কিংবা 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' প্রচলিত নেই। আজকের বিশ্বের সব দেশই 'মিশ্র অর্থনীতি'র দেশ, যেখানে উৎপাদনের উপকরণের ওপরে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই পাশাপাশি বিরাজমান। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যদি বাজার অর্থনীতি নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব না-ই থাকে, তবে এ নিবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়, ধ্রুপদী বা নিরঙ্কুশ অর্থে কোন বাজার অর্থনীতি বর্তমানে প্রচলিত না থাকলেও, আপেক্ষিক অর্থে অবশ্যই বাজার অর্থনীতি সক্রিয় রয়েছে। যে দেশের অর্থনীতিতে যতো বেশী বাজার শক্তির প্রাধান্য তথা ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের প্রাধান্য থাকবে, সেই দেশকে ততো বাজারমুখী অর্থনীতির দেশ বলা যাবে। আর যে দেশের অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকাধীন খাতের চেয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতের প্রাধান্য থাকে, সেই দেশকে ততোটা মিশ্র অর্থনীতিমুখী দেশ বলে গণ্য করা যায়।

মুলত পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করে। এই নব্য স্বাধীন উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়িত এবং জনঅধ্যুষিত। ঔপনিবেশিকসূত্রে এই দেশসমূহ যে অর্থনৈতিক কাঠামো অর্জন করেছিলো তা ছিলো কৃষি নির্ভর, শিল্পখাত ছিলো অবিকশিত এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ছিলো ভোগ্যপণ্য আমদানী নির্ভরতা এবং কাচামাল রপ্তানীর প্রাধান্য আর সর্বোপরি লেনদেন ভারসাম্যে ছিলো চরম প্রতিকূলতা।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ তাদের সদ্য পাওয়া স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে এই পাহাড় পরিমাণ দারিদ্র্যকে কিভাবে দ্রুত অপসারিত করতে পারে এ নিয়ে যখন ভাবছিলো, তখন তাদের সামনে এলো সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনসহ কতিপয় সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্চ প্রবৃদ্ধি হারের দৃষ্টান্ত। সেই সাথে এলো উক্ত দেশসমূহ অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিমালা তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রবর্তনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা। ফলে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ষাট থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্ব স্ব অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খাতের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং ও শিল্পখাতে জাতীয়করণ নীতির ঢালাও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখলো এবং ফলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি 'মিশ্র অর্থনীতি' প্রত্যয়টি স্বল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। কেননা, সে সময়ে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আক্ষরিক অর্থেই ছিলো কিছুটা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং কিছুটা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে।

## মুক্তবাজার অর্থনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা

অর্থনীতিবিদগণের মতে মুক্তবাজার অর্থনীতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। বাজারে বিপুল সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতি

২। পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত প্রমিতকরণ (Standardization) এবং পর্যায়িতকরণ (Grading)

৩। উদ্যোক্তার পর্যাপ্ত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা

৪। বাজার সংক্রান্ত তথ্যের অবাধ প্রবাহ

৫। উৎপাদনের উপাদানের পূর্ণ গতিশীলতা

৬। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৭। ব্যক্তিখাতের বিকাশে আগ্রহী, দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইত্যাদি।

এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাস্তবে কতখানি বিদ্যমান, সে বিষয়ে উপরোক্ত ধারাক্রমে কিঞ্চিত আলোকপাতের চেষ্টা করা যেতে পারে।

১. বাংলাদেশ জনসংখ্যার বিচারে বিশাল একটি দেশ হ'লেও, ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার বিচারে এর বাজারের আয়তন খুবই সীমিত। অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী, ভোক্তা বা ক্রেতা তাকেই বলা হয়, যার কোন একটি পণ্যের জন্য অভাববোধ যেমন র'য়েছে, তেমনি রয়েছে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্যটি কেনার সামর্থ্য। অর্থাৎ, কোন পণ্য কেনার ইচ্ছার সাথে নির্দিষ্ট দামের বিনিময়ে পণ্যটি কেনার সামর্থ্যের সমন্বয় ঘটলে তবেই অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদার (Ettective Demand) উদ্ভব হয়। যে দেশে মোট কার্যকর চাহিদার পরিমাণ যতো বেশী, সে দেশে বাজারের আয়তনও ততো বড় হবে–এটাই বাজারবাদী অর্থনীতিবিদগণের অভিমত।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যা বিপুল হ'লেও জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুবই কম বিধায় বাজারে সক্রিয় ক্রেতার উপস্থিতি আশানুরূপ নয়। অবশ্য, জাতীয় আয়ের বন্টনগত পুনর্বিন্যাস সাধনের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির স্বল্পমেয়াদী উত্তরণ সম্ভব। দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য মোট জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। উভয় ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্রের অধিকতর অংশগ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

২. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবার বিজ্ঞানসম্মত প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণের নিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। এটা সম্ভব হয় উদ্যোক্তা এবং উৎপাদকগণের অব্যাহত আন্তঃ প্রতিযোগিতা এবং ভোক্তা ও ক্রেতাদের অধিকার, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সচেতনতার কারণে। বাংলাদেশে পণ্যের প্রমিতকরণ এবং পর্যায়িতকরণ এখন অবধি তেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। বাজারে এমন অনেক পণ্য বাজারজাত করা হয়, যেগুলো মান সম্মতভাবে উৎপাদিত হয়নি বিধায় জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

'বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস্ এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, (বি. এস. টি. আই.) নামের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে দেশে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হ'লো যে কোন পণ্য দেশে বাজারজাতকরার আগে, যে গুলো বিজ্ঞান সম্মতভাবে উৎপাদিত, প্রমিতকৃত (Standardized) এবং পর্যায়িতকৃত (Graded) হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষান্তে ছাড়পত্র প্রদান করা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাদেশের বাজারে বি. এস. টি. আই. কর্তৃক অনুমোদিত নয়-এমন অনেক পণ্যও অকাতরে কেনা-বেচা হচ্ছে। এ অবস্থার আশু উন্নয়ন বাজার অর্থনীতির বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত।

৩. মুক্তবাজার অথর্নীতিতে উদ্যোক্তাবৃন্দের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা থাকতেই হবে। তারা তাদের সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে নতুন নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করবেন, তবেই না অর্থনৈতিক বিকাশে গতি সঞ্চারিত হবে! বাংলাদেশে শিল্পস্থাপনে উদ্যোক্তাগণ অনেক বাধার সম্মুখীন হ'য়ে থাকেন। কারখানা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুত, টেলিফোন, পানি, গ্যাস, ব্যাংকিং, বীমা প্রভৃতি ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে তাদেরকে গলদঘর্ম হ'তে হয়। তাছাড়া চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে সর্বদা তাঁদেরকে শঙ্কিত থাকতে হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে উদ্যাক্তাদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহকে এ বিষয়ে অধিক তৎপর হতে হবে।

৪. বাজার অর্থনীতিতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিদ্যমান থাকতে হয়। কোথায় কোন দামে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য সকল অঞ্চলের সকল ক্রেতা এবং বিক্রেতার জানা থাকতে হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফরে ইলেক্ট্রনিক এবং স্যাটেলাইট মিডিয়ার প্রসার ঘটায় পশ্চিমা বিশ্বের উৎপাদক এবং ভোক্তাগণ প্রতিমূহুর্তে বিশ্ববাজারের সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে অতি সহজেই অবগত হ'তে পারছেন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও বাজার সংক্রান্ত তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তাই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বাজারে একই পণ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দামে বিক্রী হচ্ছে এমনকি, একই বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার কাছে একই পণ্য বিভিন্নদামে বিক্রী করা হচ্ছে। যদি বাজার সংক্রান্ত অবাধ তথ্য প্রবাহ থাকতো, তবে এভাবে সরলমতি ক্রেতাগণকে অস্বাভাবিক চড়াদামে পণ্য ক্রয় করতে হ'তো না।

৫. উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটির (শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা) পূর্ণ গতিশীলতা মুক্তবাজার অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই উপাদান সমূহের পূর্ণগতিশীলতা-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রেক্ষাপটেই অপরিহার্য। বস্তুত এই গতিশীলতা না থাকলে জাতীয় এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পদের সবচেয়ে দক্ষ সমাবেশ (Allocation) সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মহলের উচিত হবে, বিশ্বঅর্থনীতির গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেই অনুযায়ী উৎপাদনের তিনটি স্থানান্তরযোগ্য উপাদান-শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতাকে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. রাস্তাঘাট, পয়:প্রণালী গ্যাস-বিদ্যুত-পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, ব্যাংক-বীমা-আইন-শৃঙ্খলাগত পরিবেশ, শিক্ষার মান-এ সবই আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশ, এ সবের সমষ্টিগত উন্নয়ন সাধিত হ'লে তবেই একটা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক অবকাঠামো নিঃসন্দেহে এখনও অনেক দুর্বল। বিশেষত যোগাযোগ, পরিবহন, বিদ্যুত সরবরাহ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি-শিক্ষার

মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে এমনকি প্রতিবেশী দেশ সমূহের তুলনায়ও, অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

৭. বাজার অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বিষয়টি খুবই গরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা বহির্ভূত উভয় প্রকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দেশে ব্যক্তিখাতের বিকাশে দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ঐকমত্য পোষণ করে-তবে সংশ্লিষ্ট দেশে বাজার শক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তরান্বিত হয়। হালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে ব্যক্তিখাত ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের মতো মৌলিক জাতিয় ইসু সমূহের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ প্রয়োজন। তা ছাড়া, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অধিকতর দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অর্জনের বিষয়টিও বাজার অর্থনীতির স্বচ্ছন্দ এবং গতিশীল বিকাশের স্বার্থে নির্মোহভাবে, গুরুত্বের সাতে বিবেচিত হবার দাবী রাখে।

## বাণিজ্যিক ভূমিকায় বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

বাংলাদেশের অব্যবহিত রাজনৈতিক পূর্বসুরী পাকিস্তান তার জন্মালগ্ন থেকেই জনবিচ্ছিন্ন সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় সেখানে 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে'র অর্থনৈতিক দর্শন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তেমন সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি। ফলে গোড়া থেকেই দেশটিতে যেমন ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের প্রাধান্য ছিলো, এখনও সে. ধারাই অব্যাহত আছে। কিন্তু ব্যাপক গণআন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দরিদ্র দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের অধিকতর সুষম বন্টণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রকেও রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মুলনীতিরূপে গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতের সঙ্কোচন এবং রাষ্ট্রীয় খাতের প্রসারণ পর্বশুরু হয়; শুরু হয় বাজার অর্থনীতি থেকে মিশ্রঅর্থনীতির দিকে নিরীক্ষামুলক অভিযাত্রা। অবশ্য সেই অভিযাত্রার পেছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিলো।

স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যুদ্ধজনিত তীব্র পণ্যঘাটতি এবং উদ্যোক্তার অভাব দেখা দেয়। পাকিস্তানী শিল্পপতি যারা এদেশের শিল্পকারখানা ব্যাংক, বীমা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পুর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তারা তখন বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। তাদের অবর্তমানে দেশের বৃহদায়তন কল কারখানা, ব্যাংক, বীমা ও বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যত অচল হয়ে পড়ে। সে সময়ে এই সব বৃহৎ প্রতিষ্ঠান চালাবার মতো মূলধন ও দক্ষতা সম্পন্ন স্থানীয় উদ্যোক্তা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। তাই ব্যাংক, বীমা বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৃহদায়তন শিল্পকারখানাসমূহ তৎকালে রাষ্ট্রায়ত্ব না করে সরকারের গত্যন্তর ছিলো না। তাছাড়া এই লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মিত্র শক্তি অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থ-রাজনৈতিক প্রণোদনা তো ছিলোই। ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে (১৯৭২-৭৫) বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির (Political

Economy) ইতিহাসে একটি গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হলো। রাজস্ব আদায় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি রাষ্ট্র শিল্প উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী ভূমিকা পালন করতে শুরু করলো, যেটা অন্য অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশ (যেমন-ভারত) বহুপূর্বেই আরম্ভ করেছিলো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শিল্পখাতে কাঁচামালের প্রচুর চাহিদা এবং ভোগ্যপণ্য ঘাটতি পরিপূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিরাট অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেন এবং ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশনে অব বাংলাদেশ (TCB) প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানী সহ সকল শিল্প গোষ্ঠীর বৃহৎ শিল্প ইউনিট সমূহ দেশের সকল ব্যাংকিং ও বীমা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেন এবং এগুলোর পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে 'Industrial Management Service' বা 'শিল্প ব্যবস্থাপনা সার্ভিস' নামে একটি স্বতন্ত্র ক্যাডার গঠন করেন, যা আইএমএস ক্যাডার নামে একদা পরিচিতি লাভ করেছিলো। এই নব গঠিত আইএমএস ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে (অধুনালুপ্ত) এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তারা দেশে ফিরে তৎকালে সদ্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেন। এইভাবে আশির দশকের শুরুতে যুগপৎ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপের মুখে বাংলাদেশে মিশ্রঅর্থনীতির বিকাশ ঘটে এবং সরকার তথা আমলাতন্ত্র সেবা খাতের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেও ব্যবসায় লিপ্ত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমলাতন্ত্রের এই ব্যবসায়ীক ভূমিকা সম্পর্কে স্বাধীনতার বিগত পঁচিশ বছরে দেশবাসীর অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। তবে সান্ত্বনা এই যে, ব্যর্থতা কেবল বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের একার নয়, অনেক দেশেই আমলাতন্ত্র ব্যবসায়ী সাজতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে।[৮] তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যর্থতা মুলত ব্যবস্থাপনাগত, যা অভিজ্ঞতাহীনতা এবং অঙ্গীকারহীনতা থেকে উদ্ভূত।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিল্পোন্নত দাতাদেশসমূহ ঋণগ্রহীতা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে চাপ দিতে থাকে স্ব স্ব দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার জন্য। বাংলাদেশে সেই সময়ে (১৯৭৫) গুরুতর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। '৭৫ পরবর্তী সরকারসমূহ অর্থনীতির বাজারমুখী বিকাশের লক্ষ্য ঘোষণা করেন এবং ক্রমশ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অলাভজনক বাণিজ্যিক ও শিল্প ইউনিটসমূহ হতে পুঁজি প্রত্যাহার করত সেগুলোকে আবার ব্যক্তিমালিকানার অধীনে ফিরিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি তথা স্নায়ু যুদ্ধের অবসান, দুই জার্মানীর পুনরেকত্রীকরণ, পূর্ব ইউরোপের সামাজতান্ত্রিক দেশসমূহের রাজনৈতিক

---

৮। Bureaucrats in Business. A World Bank Policy Research Report. edited by Mc.Donals. Lawrence et al. Oxford University Press. 1995. P.2-4.

পট পরিবর্তন, উপসাগরীয় যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, কম্পিউটার-স্যাটেলাইট এ্যান্টেনা-ই-মেইল- ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা এবং আবিস্কারের প্রেক্ষিতে আজকের বিশ্ব সত্যিই একটি 'বিশ্বপল্লীতে' (Global Village) পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের (Globalization) এই স্বর্ণ যুগে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই এখন বাজার অর্থনীতির পক্ষে তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি) সাম্প্রতিককালে অর্জিত অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের সারথী হিসেবে বাজারমুখী অর্থনীতির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের জনগণকে নিঃসংশয়ী করে তুলেছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনগণ এখন আর রাষ্ট্রায়ত্ব সেক্টর কর্পোরেশনসমূহে ভর্তুকি যোগাতে রাজী নয়। তাই এখন কথা উঠেছে মিশ্র অর্থনীতি থেকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে। কথা উঠেছে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ফিরে যাবার পরে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা, কতর্ব্যের পরিধি ও কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে।

## ব্যবসায়ী হিসেবে রাষ্ট্রের ব্যর্থতাঃ কয়েকটি দৃষ্টান্ত [৯]

অনেক উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পেছনে বিপুল পরিমাণ তহবিল ব্যয়িত হয়, যে অর্থ মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদায়ী খাত সমূহের উন্নয়নে আরও দক্ষভাবে ব্যয়িত হতে পারতো। তানজানিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তুকি হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ সে দেশের বার্ষিক শিক্ষা খাতের মোট ব্যয়ের ৭২% এবং স্বাস্থ্যখাতের মোট ব্যয়ের ১৫০%।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের প্রবণতা প্রায়শঃই বেসরকারী খাতের ঋণগ্রহণের সুযোগকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। বাংলাদেশে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের ২০% গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। অথচ দেশের মোট বার্ষিক উৎপাদনে (GDP) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অবদান ৩ শতাংশেরও কম।

রাষ্ট্রীয় কারখানাসমূহ প্রায়শঃই ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানার চেয়ে বেশী পরিবেশ দুষণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার কথা বলা যায়। সেখানে সমান আয়তন ও প্রকৃতির ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানার বর্জ্যের চেয়ে রাষ্ট্রীয় কারখানা কর্তৃক পরিত্যক্ত বর্জের দ্বারা পানি দুষণের পরিমাণ পাঁচগুণ বেশী।

রাষ্ট্র পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আরেকটু দক্ষতা অর্জন করলে বেশীর ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই রাজস্ব ঘাটতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে আসবে এবং কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে রাজস্ব ঘাটতি পুরোপুরি নির্মূল করা

---

৯ I bid P-P. 1 -2

সম্ভব হবে। মিশর, পেরু, সেনেগাল এবং তুরস্কে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার ব্যয় ৫%হ্রাস করা সম্ভব হলে এসব দেশের রাজস্ব ঘাটতি প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমে যাবে।

## মুক্তবাজার এবং বিরাষ্ট্রীকরণ ঃ কতিপয় তথ্য চিত্র

বাজারমুখী অর্থনীতিতে যেতে হলে মাথাভারী রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের লোকসানগ্রস্ত ইউনিটসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ করে, ভর্তুকির মেদ বাহুল্য ঝরিয়ে, তন্বী হতে হবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ এখন দ্রুত বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে চাইলেও বাস্তবায়নের পথে অনেক বাধা আসছে। খুব কম সংখ্যক দেশেই এ যাবত বিরাষ্ট্রীয়করণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা যায় ঃ[১০]

- উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রত্যেকে গড়ে বছরে তিনটি করে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ইউনিট থেকে পুঁজি প্রত্যাহারে সক্ষম হচ্ছে-যদিও এসব দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইউনিটের সংখ্যা শত শত।
- যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকসানের পরিমাণ ক্রমশ কমছে তবুও এখন পর্যন্ত এগুলো উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সরকারের ঘাড়ে অন্যতম বোঝা হয়ে রয়েছে।
- কিছু বৃহদায়তন কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ১১% উৎপাদিত হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে। পক্ষান্তরে শিল্পোন্নত বিশ্বের জিডিপিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান সাম্প্রতিককালে ৯% থেকে কমে ৭% এর নীচে এসে দাড়িয়েছে।
- উন্নয়শীল বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের সমস্যা বেশী প্রকট। এসব দেশের জিডিপিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান ১৪%।

## বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সরকার যে দর্শন এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে বাজার অর্থনীতির পথ থেকে সরে এসেছিলেন, সেটা নানা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ঘটনার সংঘাতে সফল হতে পারেনি। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বার্ষিক লোকসান আজ তাই বিশাল অংকের (জিডিপির প্রায় ২%) এবং তাদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ জিডিপির৯০%।[১১] পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিশেষ করে রাজনীতি এবং অর্থনীতির মতো সদা বিকাশমান ক্ষেত্রে শেষকথা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। তাই আজকের বিশ্বে বাজার

---

১০ Ibid. p.2

১১ Government that Works. A World Bank Publication. UPL. PXV

অর্থনীতির মাধ্যমে দ্রুত এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে মডেল হয়েছে তাকে খোলা মনে গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন অনমনীয়তা প্রদর্শন করা অনুচিত। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র আশির দশকের শেষ দিক থেকে বাজার অর্থনীতির দিকে জোরে শোরে যাত্রারম্ভের কথা বললেও বাস্তবে গত দুই দশকে এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই। আদমজী পাটকলের মতো অনেক বড় বড় লোকসান প্রদায়ী ইউনিটকে এখনও ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা যাচ্ছে না। এর কারণ দ্বিবিধ, এক, সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রেষণে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ দুই দশকের বেশী সময় ধরে কর্মরত থাকার সময়ে দেখেছেন যে সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের লাভ লোকসান যাই হোক না কেন, তাতে তাদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার কোন ব্যত্যয় ঘটে না-বরং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের দায়িত্বে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা মেলে। তাই এই সব কারখানার প্রতি তাদের এক ধরনের আগ্রহবোধ রয়েছে।

দুই, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প খাতে ইতোমধ্যেই বিপুল পরিমাণ ছদ্ম কর্মসংস্থান (Disguise Employment) ঘটেছে। ফলে এই শিল্প ইউনিটসমূহ ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হলে উৎপাদনের দৃষ্টিকোণে প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী তাদের বর্তমান চাকুরি হারাতে বাধ্য। তাই এই চাকুরি হারানোর আশংকায় তারা বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচিকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করতে চায়।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকাশ তথা বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি তরান্বিত করতে হলে আমলাতন্ত্রের লাগসই সংস্কার সাধন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় জনমর্থনপুষ্ট অগ্রণী ভূমিকার মাধ্যমে প্রাইভেটাইটজেশন বোর্ডের কর্মকান্ডকে গতিশীল করে তোলার কোন বিকল্প নেই।

## বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ ও বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সরকারী খাতের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মসূচি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। যাঁর শিরেনাম "Government That Works"। এই বইয়ের নির্বাহী সারসংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারে সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান। এতে সরকারের ভাবমূর্তিসহ কতিপয় উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে,[১২] যেমন-সরকার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, এটা প্রক্রিয়া নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত; অতিশয় পরিব্যাপ্ত; অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত; অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক; অতিশয় স্বেচ্ছাচারী; অ-জবাবদিহিমূলক ও অমনোযোগী এবং অপচয়কারী একটি প্রতিষ্ঠান।

- ১৫০০ শহুরে/গ্রামীণ পরিবারের একটি জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা জরীপে জানা গেছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্প্রসারণ সেবাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সেবাসমূহ এন জি ও এবং বেসরকারী খাতের দেয়া সেবা থেকে নিম্নমান সম্পন্ন।
- ২০০ জন ব্যবসায়ী এবং ৭০জন রপ্তানীকারকের ওপরে পরিচালিত একটি

১২ Ibid. p. 15

জরীপ থেকে দেখা গেছে-সরকারী সংস্থাগুলোর সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে সংঘটিত দীর্ঘসূত্রিতাজনিত বিলম্বের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানীকারক রপ্তানী অর্ডার হারিয়েছে এবং সরকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দ্রুতি সঞ্চার করার জন্য রপ্তানীকারকগণ গড়ে তাদের বিক্রীলব্ধ আয়ের ৭% অর্থ ব্যয় করেন, বিশ্বব্যাংকের আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায়, 'Speed money' হিসেবে।

- এছাড়া দেশে বিদ্যুৎবিভ্রাট সামাজিক এবং আর্থিক অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির শৈথিল্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি তো রয়েছেই। এমতাবস্থায়, সব মিলিয়ে বলা যায় যে গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো পরিবেশ সৃষ্টিতে আমলাতন্ত্রের সাফল্য সামান্যই, যদিও সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট ইপিজেড সমূহ হতাশার সমুদ্রে বাতিঘরের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

## ইপিজেড এবং বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

বাজার অর্থনীতির অধিকতর বিকাশের জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। তাই সরকার ১৯৮০সালে বাংলাদেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এ্যাক্ট (BEEPZA Act, 1980)প্রণয়ন করেন, যা ১৪ই এপ্রিল ১৯৮১ থেকে কার্যকর হয়। সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রাম ও খুলনায় একটি করে মোট তিনটি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশে ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম ইপিজেড এবং ১৯৯৩ সালে সাভারে ঢাকা ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত খুলনা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেড এ ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১২২·৭৪ মিলিয়ন এবং ২০.২৪ মিলিয়ন ডলার।[১৩] কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে। সম্ভাব্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ এবং বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে আরও তৎপর হতে হবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশসমুহে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা প্রভৃতির আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করতে হবে।

ইপিজেড এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষ বহুল প্রচারিত আন্তর্জাতিক দৈনিক এবং সাময়িকীসমূহে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমেও দেশের ইপিজেডসমূহকে

---

১৩ Islam. Nazneen. "Export Processing Zone in Bangladesh: A descriptive view. 1997

বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তুলতে পারেন। তাছাড়া বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ যাতে দেশের ইপিজেডসমূহে বাস্তবিকই 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' (One-stop service)পান, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অসীম। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেলে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ইপিজেডসমূহ হয়ে উঠতে পারে জাতীয় উন্নয়নের সারথী।

**মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের কাম্য ভূমিকা ঃ কতিপয় প্রস্তাবনা**

- রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সক্রিয় হতে হবে এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।
- বিরাষ্ট্রীয়করণ বোর্ডকে অধিকতর দ্রুততা এবং বৈষয়িকতার সাথে লোকসান গ্রস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প ইউনিটসমূহ বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে দ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে যেন সরকারকে কোন শিল্প ইউনিট বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করতে না হয়।
- প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাতে উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করতে হবে।
- আমদানী এবং রপ্তানী নীতি যথা সম্ভব উদার করতে হবে। দেশীয় শিল্পের সেই সব শাখাকে প্রোটেকশন দিতে হবে যে সব শাখায় বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অথবা তুলনামূলক সুবিধা (Absolute or Comparative Advantage) রয়েছে।
- দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং সম্ভব হলে জেলা পর্যায়ে বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদার আলোকে জনশক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষ জনশক্তিকে বিদেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা দিতে হবে।
- ক্রেতা বিক্রেতা এবং ভোক্তা ও উৎপাদককে স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।
- গণমাধ্যমসমূহে অবাধে পর্যাপ্ত এবং সঠিক তথ্য পরিবেশনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। কেননা, তথ্যের পর্যাপ্ততা, নির্ভুলতা এবং সহজলভ্যতা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত। তথ্য বিপ্লবের এই যুগে সরকারী-বেসরকারী দপ্তর এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে Computerized এবং Eletronic Data Exchange Network গড়ে তুলতে হবে।
- সরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে।
- দেশে আইনের শাসন কায়েম এবং দুর্নীতিকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

## উপসংহার

বাজার অর্থনীতির মূল কথা হলো, সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুষ্ঠু তদারক করবে ঠিকই, কিন্তু নিজে ব্যবসায়ী সেজে বসবে না। তাই ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ইউনিট সমূহের পাশাপাশি টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি প্রভৃতি ইউটিলিটি সার্ভিস উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংস্থাসমূহকেও ক্রমান্বয়ে দক্ষ বেরসকারী ব্যবস্থাপনার হাতে ছেড়ে দিতে হবে।[১৪]

দেশের কর রাজস্ব ও অ-কর রাজস্ব উভয় প্রকার প্রশাসনে যুগোপযোগী সংস্কার করা হলে নতুন করে কর আরোপ বা প্রদেয় সেবার একক মূল্য বৃদ্ধি ব্যতীতই বিপুল পরিমাণ টার্নওভার নিশ্চিত করা সম্ভব। এই বর্ধিত রাজস্ব দেশের বেসরকারী শিল্পখাতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের তহবিল যোগাতে সক্ষম হবে। ফলে দেশে শিল্পায়নের হার বৃদ্ধি তথা জিডিপি ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমন বাড়বে মাথাপিছু আয় এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি তথা উন্নয়নের হার।

এইসব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সদিচ্ছা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সমকালীন বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি প্রয়োজন দৃঢ় জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার। তাছাড়া দারিদ্র্যের অমানিশা ভেদ করে উন্নয়নের সোনালী প্রভাতের দিকে বাংলাদেশকে চালিত করতে হলে আজকের বিশ্ব বাস্তবতায় মুক্তবাজার অর্থনীতিকে তার যোগ্য আসন দিতেই হবে। এ কথা সত্যি যে, আইন প্রণীত হয় সংসদে, কিন্তু আইনের খসড়াটি করেন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। আবার প্রণীত আইনও প্রয়োগ করেন তারাই। এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগত কারণে মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় আমদানী রপ্তানী নীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্য নীতি, রাজস্ব নীতি প্রভৃতি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাগণ রাখতে পারেন বিশাল এবং সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ভূমিকা। একবিংশ শতকে প্রবেশের মাহেন্দ্রক্ষণে দাড়িয়ে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র তার ইতিহাস নির্ধারিত ভূমিকা পালনে অধিকতর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে-এমনটা প্রত্যাশা করা নিশ্চয়ই অসংগত হবে না।

---

১৪। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা ঃ দলীয় আলোচনা প্রতিবেদন, (গ্রুপ নং-২) বুনিয়াদি নবায়ন কোর্স (৫-৭ জানুয়ারী, ১৯৯৭), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

## গ্রন্থপঞ্জি

১। ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশকে উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কিত ২৯টি টাস্কফোর্সের রিপোর্ট, (চারখন্ড), ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১।

২। বাংলাদেশ-একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা (সরকারী খাতের সংস্কার), একটি বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশনা, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬।

3. Grieve. R. H. and Huq. M. *"Bangladesh : Strategies for Development"* UPL. Dhaka. 1995.

4. Mandal. Dr. R. *"Privatization in the Third World,* Vikas Publishing House. New Delhi. 1994.

5. *"Privatizing Public Enterprises"* (Edited). RIPA. London. 1984. Steel. David and Heald. David.

6. Sobhan. Rehman. *"Public Enterprise and the Nature of the State,"* Centre for Social Studies. Dhaka. 1983.